জি·বি·প্রোডাকসনের—
মেজো জামাই
·ছায়াচিত্র রিলিজ·

গুইরাম বিশ্বাসের প্রযোজনায়

জি. বি. প্রোডাকসনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

মেজো জামাই

তত্ত্বাবধানে—অর্ধেন্দু মুখার্জ্জী

কুশলী শিল্পীবৃন্দ

পরিচালনা	...	শ্রীভাস্কর
সুরসৃষ্টি	...	পঞ্চানন মিত্র
কাহিনী	...	সন্তোষ সেন
গীতিকার	...	গৌরী প্রসন্ন মজুমদার
,,	...	কানু রঞ্জন ঘোষ
চিত্রগ্রহণ	...	বিজয় দে
শব্দগ্রহণ	...	শিশির চ্যাটার্জ্জী
সম্পাদনা	...	রমেশ যোশী
শিল্প নির্দেশনা	...	পাঁচু চক্রবর্ত্তী
রূপসজ্জা	...	রণজিৎ দত্ত
ব্যবস্থাপনা	...	সুনীল মুখার্জ্জী

সহকারীগণ

পরিচালনা	...	জীবানন্দ ঘোষ
		বনবিহারী বাগ, গোপাল দাস
চিত্রগ্রহণ	...	কে, সিং, ঝিণ্টু
শব্দগ্রহণ	...	জগৎ দাস
সম্পাদনা	...	গোবিন্দ চ্যাটার্জী
ব্যবস্থাপনা	...	সুরেন, মাথাল,
,,	...	দুলাল সাহা
রূপসজ্জা	...	অনাথ মুখার্জী
যন্ত্র-সংগীত	...	অফোলি ও অর্কেষ্ট্রা
সংগীত	...	গুপী দত্ত, সত্য সাহা
স্থির-চিত্র	...	অনিল বরণ

প্রচার

সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়

নেপথ্য-সংগীত

আলপনা ব্যানার্জী, তরুণ ব্যানার্জী, গায়ত্রী বোস, দীপ্তি দত্ত।

নৃত্য-শিল্পী

শম্ভু ভট্টাচার্য্য ও বেলা দত্ত।

—ঃ রূপ-দানে ঃ—

সাধন সরকার, গুরুদাস ব্যানার্জী, সতু মতিলাল, তুলসী চক্রবর্ত্তী, ৺আশু বোস, নৃপতি চ্যাটার্জী, বিশু চ্যাটার্জী, বিজয় দাস, কেষ্ট মুখার্জী, শ্যামল, শান্তি, নটী ও নির্ম্মল এবং তপতী ঘোষ, গীতশ্রী, রেবা বোস, রাজলক্ষী, মায়া ভট্টাচার্য্য, সন্ধ্যাদেবী, সান্তনা, সুপ্রিয়া, ইলা, ও মন্দিরা ইত্যাদি।

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরী কর্ত্তৃক পরিস্ফুটিত।

NANDAN
WEST BENGAL FILM CENTRE
LIBRARY

কাহিনী

রাখহরি ভট্টাচার্য্যের বি, এ, পড়া একমাত্র ছেলে অতনুর সঙ্গে মহেন্দ্র মুখার্জ্জীর মেজো মেয়ে অনিতার বিয়ের কথা শুধু পাকাপাকিই হয়নি, বিয়েও সুসম্পন্ন হয়েছিল, তবে এম, এ, পাশ না করা পর্য্যন্ত কেউ কারুর সঙ্গে মিশতে পারবে না এও ছিল রাখহরি ভট্টাচার্য্যের কড়া হুকুম।

কিন্তু কথায় বলে প্রেমের পথ ঘোরালো! তাই বন্ধু অনুপকে কলেজের খাতায় Proxy দিতে বলে, স্ত্রী অনিতার জন্য মাঝে মাঝে কেন অতনু প্রায়ই পাড়ি জমাতো বর্দ্ধমানের দিকে।

মহেন্দ্র বাবুর বড় জামাই অশোক বিশেষ কাজের তাগাদায় এই বিয়েতে উপস্থিত থাকতে না পারার দরুণ Proxy দেওয়া অনুপকেই মহেন্দ্র বাবুর মেজোজামাই ঠাউরে শ্বশুরের কথা মত রোল নম্বর ১৪ কে একটু স্নেহের চোখেই দেখতেন অবসরে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আদর অপ্যায়নেরও ত্রুটি থাকতো না, তাই তো অনুপ স্বচ্ছল সাচ্ছন্দ্যের মাঝে স্বাভাবিক ভাবেই ভালবেসে ফেললো অনিতার বোন বিনতাকে। তাকে ঘিরে কত গান কত হাসি হলো। সে আর তার দিদি জামাইবাবুকে নিয়ে একটি গ্রুপ ফটোও

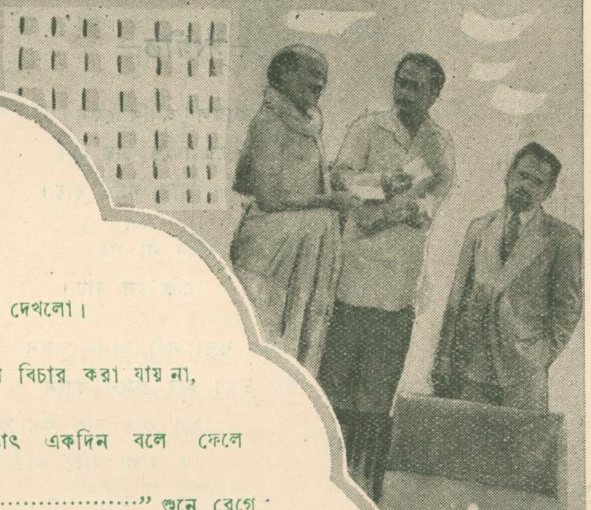

তুললো অনুপ। অতনু কোলকাতায় ফিরে

জানলো অনুপের এই সব কীর্ত্তি, তার অধৈর্য্যতার লক্ষনও দেখলো।

কত বোঝালো, বল্লো—পূর্ণযৌবনা নরনারীর ভালবাসা কখনও কালের সল্লতা দিয়ে বিচার করা যায় না, বরং অপমানই করা হয় তাকে। কিন্তু ধৈর্য্যের মান আর থাকে না হঠাৎ একদিন বলে ফেলে বিনতাকে,—"প্রেয়সী" ধন নয়, মান নয়, তবু মনে বাসা করেছিনু আশা।......................" শুনে রেগে বেগে বেরিয়ে যায় বিনতা ঘর থেকে, অতনুরূপী অনুপও হয়ে যায় বিমূঢ়। কিন্তু অনুপ তার চেয়েও বেশী বিমূঢ় ও বিচলিত হ'য়ে গেল, যে দিন সে শুনলো বিনতার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে এক অলোক গাঙ্গুলীর সঙ্গে! ওধারে, বহুদিন অসাক্ষাতের দরুন রাথহরি ভট্টাচার্য্য ও খোঁজ নিয়ে ছুটে আসেন প্রফেসার অশোক ব্যানার্জ্জীর বাড়ীতে কিন্তু তাতে তিনি শুধু বিমুখই হন না ভুয়ো মেজোজামাই রূপী অনুপকে দেখে বিক্ষুব্ধও হয়ে ওঠেন। ডাক্তার, বিমলের মধ্যস্ততায় ব্যাপারটা আয়ত্তে আসে বটে কিন্তু Idealist প্রফেসার উদ্ধত হয়ে ওঠেন, ভুয়ো মেজোজামাই কে যান গুলি করতে, অতনু এগিয়ে আসে বন্ধুকে রক্ষাকরতে আবার অতনুকে আড়াল দিতে যায় তার স্ত্রী অনিতা, ব্যাপার দেখে থাকতে না পেরে ছুটে আসে অশোক বাবুর স্ত্রী নমিতা। স্বামীর হাত থেকে বন্দুকে কেড়ে নেয়, অশোক বাবুও তার ভুল জানতে পেরে, নিজের অনুশোচনা ভরা মুখখানা তুলে ধরেন নবকেতনে কপোত—কপোতীর মুখের পরে, বলতে চান অনেক কিছুই যার বাকি অলোচ্য টুকু মালঞ্চ ময় প্রেক্ষাগৃহে

উপভোগ করবেন।

—সংগীত—

দুটী কাজল আঁখি কেন।
ফিরে ফিরে চায় গো
কার লাগি হায়।

মন যে মানে না সই
একি হল দায়।

মনের কথা সখী মনেই জানে
দুটি ভ্রমর হয়ে কানে কানে
ছল করে বুঝি কথা কয়ে যায়
কি হলো দায়, কার লাগি হায়।

সরম হিয়াতে বল কেমনে রাখি
শ্রীরাধার শ্যাম রায় এলো নাকি
তাই কিগো এত ঢেউ ভরা যমুনায়
কি হলো দায় কার লাগি হায়।

এতো রূপকথা নয়
তবু চির মধুময়
মধু লগনের শুধু
দুটী কথা সোনায়।

না বলা কত ভাষা
এই কিগো ভালবাসা
গোপনে স্বপনে এলো তায়।

এই সহরের রং মহলে
রং বেরঙ্গের মানুষ চলে
হাসি গানের জোয়ারেতে
কিসের নেশায় গো—

আলোছায়া ভালবাসা
কভু কাঁদা কভু হাসা
মিলনে বাঁধনে দুজনায়।

(৩)

যাবো কিনা হাটে
(হায়) পথে আছে কাঁটা
ও ভেবে মরি।

কত কথা লোকে বলে শুনি
মন গো তুমিই বল কি যে করি
ও ভেবে মরি।

দর কষা ভালতো লাগে না হায়
পরান আমার যাহা কিনিতে চায়
সহজ দামে তার কোথা সে পায়—

চিনিগো তোমারে চিনিগো চিনি
বল না কি নেবে ও বিদেশিনী
নুপুর বাজিছে রিনিক ঝিনিক
যে দামে খুশী লও আমারে জিনি,

বেসতো আগেই তবে দাম নিয়ে নাও
দেবনা পরে আবার বেশী যদি চাও
আমারে নিয়ে তুমি তোমারে দাও

এমন নিয়ে যেন
(হায়) কোরো না কো খেলা
ওগো পায়ে ধরি।

$\frac{54}{1958}$

পরবর্ত্তী আকর্ষণ

সিনে গ্রুপের প্রথম নিবেদন

"দশটা পাঁচটা"

NANDAN
WEST BENGAL FILM CENTRE
LIBRARY

প্রযোজনায় ঃ—

কানু চক্রবর্ত্তী এবং অমর ঘোষ।

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ—

নির্ম্মল সর্ব্বজ্ঞ।

শ্রেষ্ঠাংশে ঃ—

কানু বন্দোপাধ্যায়, শোভা সেন, সাবিত্রী,

তপতী, অনুপ কুমার, শীতল, তুলসী, নৃপতি

ইত্যাদি।

● দ্রুত সমাপ্তির পথে ●

ছায়াচিত্রের পক্ষে প্রচার সচিব শ্রীসুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত
ও প্রকাশিত এবং ১৯১/১এ, ওল্ড চিনাবাজার ষ্ট্রীটস্থ
রিপাব্লিক্ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীপ্রভাত চন্দ্র গুঁই কর্তৃক মুদ্রিত।